আমাদের প্রিয় শহর চন্দননগরের একাংশ আজ নদী ভাঙনের কবলে

চন্দননগরের গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলে ভাঙনের ইতিহাস ঠিক আজকের নয়। প্রতিবার বন্যার সময়েই মূলতঃ হাটখোলা দয়ের ধার এলাকায় ভাঙনের ঘটনা ঘটে আসছে প্রায় চল্লিশ বছর আগে থেকেই। সরকারি উদ্যোগে বালির বস্তা, ইঁট ও পাথরের বড়ো বড়ো টুকরোর চারপাশে তারের জাল জড়িয়ে নদীর পাড় বাঁধের যে সাময়িক একটি ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কালের নিয়মে তা ক্ষয়প্রাপ্ত হতে হতে একসময়ে বিলীন হয়ে গেছে। তারপর থেকে গঙ্গার উপকূলে অবস্থিত স্ট্র্যান্ড অঞ্চল হয়ে হাটখোলা পর্যন্ত এলাকা বারবার ভাঙনের মুখোমুখি হয়েছে। আমরাও দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় প্রশাসনের কাছে এই বিষয়টি নিয়ে বারংবার অনুরোধ উপরোধ আবেদন নিবেদন করে আসছি।

পরবর্তী সময়ে এর সঙ্গে যুক্ত হয় গঙ্গাবক্ষ থেকে বেআইনি বালি চুরির বিষয়টা। সাম্প্রতিক সময়ে লাগামছাড়া বালি চুরির ফলে নদীপাড়ের বালি স্থানচ্যুত হয়ে ভাঙনের সমস্যাকে আরও উদ্বেগজনক করে তুলেছে। ২০১৩ সালে একটি বড়ো মাপের ভাঙনের ফলে হাটখোলার নোনেটোলা অঞ্চলের একটি ফ্ল্যাটবাড়িতে চিড় দেখা দেয়। স্থানীয় প্রশাসন ওই ক্ষতিগ্রস্থ ফ্ল্যাটবাড়ির অধিবাসীদের তড়িঘড়ি বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবার নির্দেশ দিতে বাধ্য হন। শহরের নাগরিক সমাজের সঙ্গে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে আমরাও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করি। মাননীয় মহকুমা শাসকের দপ্তর থেকে শুরু করে শহরের পৌর নিগম, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট দপ্তর হয়ে আমরা এমনকি রাজ্যের উচ্চতম স্তর মাননীয় রাজ্যপালের কাছেও আমাদের আবেদন ও প্রস্তাব পেশ করেছি। মাননীয় মহকুমা শাসক বেশ কয়েকবার আলোচনায় বসেছেন পৌর নিগমের কর্তা ব্যক্তি সহ রাজ্য সরকারের ভূমি ও রাজস্ব দপ্তর, সেচ দপ্তরের সঙ্গে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কাজের কাজ খুব একটা হয়েছে বলে মনে হয় না।

এই কারণেই সাম্প্রতিক ভারি বর্ষণের ফলে শহরের গঙ্গা উপকূলে আবারও ভাঙন দেখা গেছে। আশঙ্কাজনক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে পাতালবাড়ি ও ভাষা শহীদ স্মারক প্রাঙ্গণ সংলগ্ন এলাকা। এই ঘটনাটিকে আমরা একটি অশনিসংকেত হিসেবেই দেখছি। অবিলম্বে এই বিষয়ে সতর্কতার সঙ্গে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে না পারলে আমাদের প্রিয় এই শহর অচিরেই এক ভয়াবহ ভবিষ্যতের মুখোমুখি হতে চলেছে বলে আমরা আশঙ্কা করছি। গঙ্গার ভাঙনে যেমন কবিগুরুর স্মৃতি বিজড়িত মরান সাহেবের বাড়ি চিরতরে হারিয়ে গেছে সেই একইভাবে আরও অনেককিছুই আমরা হারিয়ে ফেলবো চিরকালের মতো।

প্রশাসনের কাছে আমাদের আবেদন, আর অধিক বিলম্ব না করে গঙ্গার এই ভাঙন রোধে সবরকমের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক। আমাদের ভালোবাসার এই শহরকে ভাঙনের গ্রাস থেকে রক্ষা করার জন্য প্রশাসনকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে চন্দননগরের নাগরিক সমাজ প্রস্তুত আছে। পরিবেশ আকাদেমি, চন্দননগরের পক্ষ থেকে এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের পরবর্তী কর্মসূচি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে আমরা খুব শিগগিরই একটি নাগরিক কনভেনশনের আয়োজন করতে চলেছি। চন্দননগরের নাগরিক সমাজের কাছে আমাদের আবেদন, আপনারা এই কনভেনশনে অংশগ্রহণ করুন এবং আপনাদের সুচিন্তিত মতামত দিয়ে এই কর্মসূচিকে সক্রিয়ভাবে সফল করে তুলুন।

বিনীত,

বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়
সভাপতি
পরিবেশ আকাদেমি, চন্দননগর

শংকর কুশারী
সম্পাদক
পরিবেশ আকাদেমি, চন্দননগর

চন্দননগর, ১০ আগস্ট, ২০২১